শিক্ষার্থীদের ফেলের ভয় দেখিয়ে যৌন নির্যাতন করেন শিক্ষক

ধনবাড়ী (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি
১০ জুলাই ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ১০ জুলাই ২০১৯ ০০:১৫

পরীক্ষায় ফেল করানোর ভয় ও পাস করিয়ে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে। শুধু ছাত্রীরা নয়, ছাত্রদেরও হতে হয়েছে তার লালসার শিকার। বিষয়টি জানতে পেরে অভিযুক্ত ওই শিক্ষকের বিচার দাবিতে গত দু-তিন দিন ধরে অভিভাবক, শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসী বিক্ষোভ করছে। এ ছাড়া উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক ময়মনসিংহ আঞ্চলিক শিক্ষা অফিস, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বরাবর লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তারা।

এমন অভিযোগ উঠেছে টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী উপজেলার কেন্দুয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষক

মো. ওবাইদুল ইসলামের বিরুদ্ধে।

লিখিত অভিযোগ থেকে আরও জানা যায়, ওই শিক্ষক ইংরেজি পড়ানোর নাম করে ছাত্রদের বাড়িতে গিয়ে রাত যাপন করেন। তার পর তাকে বলাৎকার করেন। এ ছাড়া বিদ্যালয় চলাকালেও ছাত্রীদের তার কাছে ডেকে নিয়ে জোর করে

জড়িয়ে ধরে স্পর্শকাতর স্থানে হাত দিয়ে যৌন নির্যাতন চালায়।

advertisement

এ ঘটনা জানাজানি হলে এলকাবাসী প্রতিবাদ করে বিদ্যালয় ঘেরাওসহ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এলাকাবাসীর সঙ্গে শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করতে থাকে। ওই সময় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাফিজুর রহমান ও বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি বীরতারা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আহমদ আল ফরিদ দ্রুত শাস্তির আশ্বাস দিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করেন।

এদিকে অভিযুক্ত ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করায় উল্টো তিনি এলাকার ছাত্রলীগকর্মী জাফর আহমেদসহ সাতজনের বিরুদ্ধে টাঙ্গাইল কোর্টে একটি ৭ ধারা মামলা করেন। এতে এলাকাবাসী ও শিক্ষার্থীরা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

কেন্দুয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাফিজুর রহমান গতকাল মঙ্গলবার জানান, ইংরেজি শিক্ষক ওবাইদুল ইসলামের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের সব অভিযোগ তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ব্যাপারে ইতোমধ্যেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক ময়মনসিংহ আঞ্চলিক শিক্ষা অফিস, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বরাবর লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগটি বর্তমানে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার তদন্ত করছেন।

এ ব্যাপারে ধনবাড়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আরিফা সিদ্দিকা লিখিত অভিযোগ পাওয়ার কথা স্বীকার করে বলেন, বিষয়টি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারকে তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মতিউর রহমান খান বলেন, অভিযোগ পাওয়ার পর আমি সরেজমিনে তদন্ত করে ঘটনার সত্যতা পেয়েছি। তার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তবে অভিযুক্ত শিক্ষক ওবাইদুল ইসলাম তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করেন।